কোরবানির চামড়া সংরক্ষণে দেশে লবণের কোনও ঘাটতি নেই

দেশে বর্তমানে ১১ লাখ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন লবণ মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। প্রতিবছর ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী কোরবানির পশু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কম-বেশি ১ লাখ মেট্রিক টন লবণের প্রয়োজন হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, গত ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যার বিপরীতে লবণের চাহিদা ছিল ৮১ হাজার ৮২০ মেট্রিক টন। ফলে মজুদকৃত লবণ দিয়ে এবারের ঈদুল আজহার চাহিদা মিটিয়ে আরও ৭ থেকে ৮ মাসের লবণের চাহিদা পূরণ সম্ভব।

অন্যদিকে আর মাত্র ৪ মাস পর অর্থাৎ নভেম্বর, ২০২০ হতে লবণ উৎপাদনের নতুন মৌসুম শুরু হবে। ফলে দেশে লবণের কোনও ধরণের ঘাটতির আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে বিসিক।

বিসিক জানিয়েছে, এবারের ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দেশব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে দেশের ৮টি লবণ জোনে ১৮৬টি নিবন্ধিত লবণ মিলে পুরোদমে লবণ উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

এর মধ্যে ঢাকায় ৪টি, নারায়ণগঞ্জে ৩৪টি, চাঁদপুরে ২টি, চট্টগ্রামে ৫৭টি, পটিয়ায় ৩৪টি, কক্সবাজারে ৩৫টি, খুলনায় ৮টি এবং ঝালকাঠিতে ১২টি মিল চালু রয়েছে। চালু লবণ মিলগুলোর মাসিক গড় উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন হলেও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মিলগুলো লবণ উৎপাদন করে থাকে।

এদিকে ঈদুল আজহায় সার্বিক লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য বিসিক আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে।

লবণ জোনগুলোতে অবস্থিত বিসিক কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ে পৃথক কমিটি গঠন করে তিন স্তরবিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করেছে বিসিক। এসব কমিটি মাঠ পর্যায়ে লবণের মজুদ, চলাচল ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ করে লবণের সাপ্লাই চেইন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এ

উপলক্ষে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে ইতোমধ্যে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

লবণ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে তথ্যের জন্য ০২-৯৫৭৩৫০৫ (ল্যান্ড)/ ০১৯১১-৮৩৮২০০ (সেল ফোন) নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার মার্কেটিং কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলাভিত্তিক ডিলার ও পাইকারী লবণ বিক্রেতাদের মোবাইল নম্বরসহ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ তালিকা ঈদের আগেই এতিমখানা, মাদ্রাসা, মসজিদ, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার ও ইউনিয়ন পরিষদসহ কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সরবরাহ করা হবে। সুতরাং লবণ নিয়ে কোনও কারসাজির সুযোগ নেই বলে মনে করে বিসিক।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া রেল ভ্রমণ করা যাবে না

বিনা টিকিটে কিংবা জাল টিকিটে ট্রেন জার্নির দিন শেষ হতে চললো। রেল ভ্রমণের জন্য টিকেট কাটার নতুন পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। নতুন নিয়মে জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া টিকেট কেনা যাবে না। ফলে জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে পরিচিতি নিশ্চিত করা না গেলে আর রেল-ভ্রমণ করা যাবে না।

সোমবার ২৭ জুলাই এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়। অক্টোবরের শেষ নাগাদ নতুন এ নিয়ম চালু হবে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর মিলন।

রেলওয়ে বলছে, টিকেট কালোবাজারি বন্ধ এবং ভ্রমণের সময় যাত্রীর

পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নতুন পরিকল্পনায় একজন যাত্রীকে রেলওয়ের ওয়েবসাইটে নিজের ন্যাশনাল আইডি কার্ড অর্থাৎ জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তার ফলে একজন ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথে তার ছবি এবং পরিচিতি যেটা জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভারে দেয়া আছে, সেটা রেলের সার্ভারে চলে আসবে।

এজন্য রেলওয়ে মন্ত্রণালয় অগাস্ট মাসে নির্বাচন কমিশনের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্পের সঙ্গে রেলওয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত সচিব মাহবুব কবীর।

এখন রেলওয়ের টিকেট কাটার অ্যাপসে যারা আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে যাবেন। তাদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নতুন ব্যবস্থার একটি নামকরণ করেছে রেলওয়ে–‘টিকিট যার, ভ্রমণ তার’।

মাহবুব কবীর বলেন, ‘নতুন নিয়মে একজন যাত্রী তার রেজিস্ট্রেশন করা আইডি থেকে নিজের নামে বা পরিবার বা বন্ধু অর্থাৎ যারা তার ভ্রমণসঙ্গী হবেন – তাদের নামে চারটি পর্যন্ত টিকেট কাটতে পারবেন। যাত্রাকালে ট্রেনে চেকার তার কাছে থাকা স্মার্টফোন বা ট্যাবে রেলের সার্ভারে থাকা যাত্রীর নাম-পরিচয়ের সঙ্গে টিকেটে থাকা নাম-পরিচয় মিলিয়ে দেখবেন, অর্থাৎ যার নামে টিকেট তাকে ভ্রমণ করতে হবে, এবং যাত্রাকালে ‘অন বোর্ড’ নিজের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।’

এতে যাত্রীর স্মার্টফোন থাকার প্রয়োজন নেই, কিংবা তাকে জাতীয় পরিচয়পত্রও বহন করতে হবে না। তবে যাদের এনআইডি নেই- তাদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা হবে?

জবাবে তিনি বলেছেন, ‘এখন তো ১৬ বছর বয়সী পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৪ সালে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের পর্যন্ত তথ্য আছে। ওই বয়স পর্যন্ত জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলেও একটি রেজিস্টার্ড আইডি নম্বর থাকে, সেটি দিয়ে তারা টিকেট কাটতে পারবে।’

কিন্তু ১৬ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে কী হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, যেহেতু ১২ বছর বয়স হলেই রেলের টিকেট কাটা যায়, সে ক্ষেত্রে রেলওয়ের পরিকল্পনা হচ্ছে জন্ম সনদ দিয়ে টিকেট কাটার ব্যবস্থা করা। অনেক সময় ভাসমান বিভিন্ন পেশায় থাকা নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ যাদের এনআইডি নাই, নতুন ব্যবস্থা চালু হলে তারা আর রেল ভ্রমণ করতে পারবেন না।

মাহবুব কবীর বলেছেন, এখন দুই-একটি ধাপে পাইলট করে অক্টোবরের শেষ নাগাদ এই ব্যবস্থা চালু করে দেয়া যাবে।

অনলাইন রিফান্ড

আগামী অগাস্টের মাঝামাঝি চালু হবে নতুন এ ব্যবস্থা। এর ফলে একজন যাত্রী অনলাইনে টিকেট কাটার পর যদি সেটি পরিবর্তন করেন বা যাত্রা বাতিল করতে চান, তাহলে তিনি টিকেট ফেরত দিয়ে অনলাইনেই অর্থ ফেরত পাবেন। এখন টিকেট ফেরতের অর্থ পেতে একজন যাত্রীকে কাউন্টারে আসতে হয়।

রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, এটিও রেলওয়ে টিকেটিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের একটি অংশ। এছাড়া ট্রেন স্টেশনগুলোতে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার পরিকল্পনা করছে মন্ত্রণালয়, যাতে টিকেট ছাড়া কেউ স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করতে না পারে।

মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই রেলের স্ট্যান্ডিং টিকেট দেয়া বন্ধ করা হয়েছে। সূত্র: বিবিসি বাংলা

মেহেরপুরে নতুন করে দুই জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। তারা সকলেই মেহেরপুর সদর উপজেলার বাসিন্দা।

আজ মোট ১৫ টি ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে ২ জনের করোনা পজেটিভ এসেছে। এ নিয়ে জেলায় সর্বমোট পজেটিভ ১৫৪ টি (সদর- ৮১ গাংনী- ৫৮ মুজিবনগর- ১৫) টি।

আক্রান্ত দুই জন হলেন, টুম্পা (৩১) ও তুহিন (৩৪) তারা দু’জনেই মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙা গ্রামের বাসিন্দা।

আজ নমুনা পাঠানো হয়েছে ২৩ টি (সদর+হসপিটাল ১২ গাংনী ৬ মুজিবনগর

৫)।

এ নিয়ে সর্বমোট নমুনা পাঠানো হয়েছে ২৫৪৪ টি, সর্বমোট ফলাফল এসছে ২৩৪৪ টি। এর মধ্যে পজেটিভ ১৫৪ টি, বাকি গুলো সব নেগেটিভ।

এ নিয়ে জেলায় করোনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৭ জন। সুস্থ হয়েছেন ৮৯ জন, ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ১৩ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা আছেন ৪৪ (সদর ২২ গাংনী ১৬ মুজিবনগর ৬) জন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন আজ রাত আট টার সময় এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গাংনীতে ছাত্রলীগ উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান এ শ্লোগানকে সামনে নিয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহরাব আলী সবুজের উদ্দ্যোগে গাংনীতে গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ গাছের রোপন করার মধ্যে দিয়ে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধপনা নির্দেশনায়¡ হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠ সংলগ্ন জনতা ক্লাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবাহান। কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মোঃ আব্দুস সামাদ সোহাগ।

এসময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলী,ফিরোজ আহম্মেদ, যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদক ডালিম রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ হাসান কৌশিক, গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ

সম্পাদক, ওয়ালিদ আল জাবির প্লাবন।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদকঃ আসিফ ইকবাল অনিক,ছাত্রলীগ নেতা আবির, হিজলবাড়িয়া জনতা ক্লাবের সদস্য মো: নাজমুল হোসেন,সোহেল রানা স্বপন,শান্ত,রিফাজ,উজ্বল,শাহীন, সাইদ,রতন,মৃদুল,পল্লব,রিকো সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ

সোমবার সকাল থেকে সদর উপজেলার ফুরসন্ধি ও গান্না ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সদস্যগণ তাদের নিজস্ব এলাকার সকল দু:স্থ্য ও অতি দরিদ্র গরীব খেটে খাওয়া জনগণের মাঝে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করেন।

এ বিতরণ কার্য্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদের কার্য্যালয়ে। সাধারণ মানুষ তাদের কাছে পৌছে যাওয়া ভিজিএফ কার্ড প্রাপ্তির মাধ্যমে সোমবার সকাল থেকে নিজস্ব ওয়ার্ডের সদস্যদের চাল বিতরণ ক্যাম্পের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরে দাড়িয়ে সুশৃঙ্খলার সাথে চাল গ্রহণ করেন।

এসময় গান্না ইউনিয়ন পরিষদে দুই ধাপে ২৫৯০ পরিবারের মাঝে প্রতি পরিবারে ১০ কেজি করে চাল বিতরণের আজ প্রথম দিনে ১২৯৫ পরিবারের মাঝে চাল দেওয়ার লক্ষ নিয়ে উদ্বোধন করা হয়। বাকি ১২৯৫ পরিবারকে ২৮ জুলাই মঙ্গলবার চাল দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের কর্তৃপক্ষ।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সোমবার (২৭ জুলাই) এ বিতরণের কাজ পরিচালনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, গান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন মালিথা, ইউপি সচিব সাইদুর রহ্মান, ইউপি সদস্য মাজেদ শিকদার, আব্দুর রশিদ, সংরক্ষিত আসনের ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য ডলি খাতুন এবং ৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য নার্গিস খাতুন। এছাড়াও সেখানে পুলিশ সদস্য, গ্রাম পুলিশ, এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে ফুরসন্ধি ইউনিয়নে ১০ কেজি করে ১৫৯২ পরিবারের মাঝে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

এসময় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড: মালেক হোসেন মিনহা, ট্যাগ অফিসার মীর আল আমীন, প্যানেল চেয়ারম্যান কবির হোসেনসহ সকল ইউপি সদস্য, নারিকেল বাড়িয়া ক্যাম্পের পুলিশ সদস্য, গ্রাম পুলিশ, এবং স্থানীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এসময় চেয়ারম্যানগণ সকল উপস্থিত জনগেনের প্রতি পবিত্র ঈদুল ফিতরের অগ্রিম শুভেচ্ছা বিনিময় ও সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

কালীগঞ্জে চোরাই মোটর সাইকেল উদ্ধার ও চোর গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে একটি চোরাই পালসার মোটরসাইকেল উদ্ধার ও চোরচক্রের প্রধান হযরত আলী (২৫) কে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তার হওয়া হযরত আলী কালীগঞ্জ উপজেলার চাপালী গ্রামের মতিয়ার রহমান বিশ্বাসের ছেলে। গত ২৫ জুলাই কালীগঞ্জ থানার এসআই ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আবুল খায়ের মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার আড়পাড়া-শালিখা রোডস্থ আজাদের কাঠ গোলার সামনে সাইকেলটি বিক্রির সময় চোর হযরত আলীকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করেন। এ সময় সাইকেলটি উদ্ধার করা হয়।

এসআই আবুল খায়ের জানান, গত ২৪ জুলাই কালীগঞ্জ শহরের কাশিপুর কাজীপাড়ার আক্কাস আলীর ছেলে আল আমিনের একটি নতুন পালসার মোটর সাইকেল চুরি হয়। এ ঘটনায় আল আমিন থানায় মামলা করেন। পরে থানার ওসির দিক নির্দেশনা মোতাবেক মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সোর্সের মাধ্যমে খবর পান সাইকেলটি মাগুরা জেলার শালিখা এলাকায় বিক্রি জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিনি তৎক্ষনাত মাগুরা জেলার শালিখা পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান

চালিয়ে উপরোক্ত স্থান থেকে চোর হযরত আলীকে গ্রেপ্তার ও মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করেন।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, মোটর সাইকেলটি চুরির পর থানায় মামলা হয়। পুলিশ অভিযান চালিয়ে চোর হযরত আলীকে গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়া চুরির ঘটনা স্বীকার করে সে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছে।

ঝিনাইদহ কোভিড হাসপাতালে হাই-ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা প্রদান

ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত রোগিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদাণের জন্য ২ টি হাই-ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা মেশিন প্রদান করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

সোমবার সকালে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগমের হাতে তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি এমপির পক্ষ থেকে মেশিন ২টি হস্তান্তর করেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ডা. জাকির হোসেন, ডা. প্রসেনজিৎ বিশ্বাস পার্থ, যুবলীগ নেতা বাসের আলম সিদ্দিকীসহ নেতৃবৃন্দ।

সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, একটি সদর হাসপাতাল ও অন্যটি কোভিড হাসপাতালে স্থাপন করা হবে। যার মাধ্যমে প্রতি মিনিটে ৭০ লিটার অক্সিজেন সাপ্লাই করা যাবে। করোনায় আক্রান্ত রোগিদের শ্বাসকষ্ট শুরু হলে এই মেশিনের মাধ্যমে অক্সিজেন সাপ্লাই করলে মৃত্যুঝুকি কমবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যুবলীগের বৃক্ষরোপন অভিযান

‘গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলা যুবলীগের উদ্যোগে সদর হাসপাতাল, সিভিল সার্জন কার্যালয় ও ঝিনাইদহ কলেজ এলাকায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন ও বিতরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দীকি সমির পক্ষে বৃক্ষরোপন ও বিতরণ করেন সদর উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক শাহ্ মোঃ ইব্রাহীম খলিল রাজা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগম, ঝিনাইদহ কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, অধ্যক্ষ বাদশা আলম, প্রভাষক কামাল হোসেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জন, যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদ, যুবলীগ নেতা বাসের আলম সিদ্দিকী, ইকতিয়ার উদ্দিন,আশরাফুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বন্যাকে সঙ্গী করেই চলছে বাংলাদেশ

বর্ষা আসে, সঙ্গে আসে বন্যা। প্রতি বছরের মতো এ বছরও ধেয়ে এসেছে বন্যা। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ফসলের খেত, খামার। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল, বৃষ্টির পানির তোড়ে ডুবে গেছে শহর, গ্রাম।

এ বছর আষাঢ় মাসেই দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ডুবে গিয়েছিল। সেই পানি যেখান দিয়েই নেমে আসছে সেসব এলাকাই তলিয়ে গেছে পানির নিচে। নদীর তীব্র স্রোত দুই পাড় ভেঙে বিলীন করে দিচ্ছে ঘরবাড়ি, জনপদ। পানির তীব্র স্রোত বাঁধ ভেঙে ভাসিয়েছে ফসলের খেত। দেশের প্রায় সব নদীর পানি বেড়ে বিপত্সীমার ওপর দিয়ে বইছে। এখন পর্যন্ত ৩১টি জেলার প্রায় ৪০ লাখে বেশি মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। ডুবে গেছে দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা। এখন শ্রাবণ চলছে ফলে সামনে শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্র পর্যন্ত যে আরো কয়েক দফা বন্যা হতে পারে সে আশঙ্কা রয়েই গেছে। গত বছর ২০১৯ সালে তো ৬০ বছরের রেকর্ড ভেঙে অক্টোবরেও বন্যা হয়েছিল।

পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্ষায় ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশে বন্যা হয়। কারণ, নদীবাহিত পলি জমে জমেই এই বদ্বীপের জন্ম। বাংলাদেশের জন্ম। বন্যায় এই পলি সমতলে ছড়িয়ে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। তাই, বাংলাদেশের জন্য বন্যা একই সঙ্গে অভিশাপ ও আশীর্বাদ। তবে, এটা ঠিক মনুষের পরিবেশ বিধ্বংসী নানামুখী কার্যক্রমের কারণে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ক্রমশ বাড়ছে।

এ প্রসঙ্গে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আরিফুজ্জামান ভুঁইয়া ইত্তেফাককে বলেন, বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে বন্যা হয় এটা স্বাভাবিক। তবে, এবারের বন্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে। এক মাসের বেশি হতে চলেছে। ১৯৯৮ সালের বন্যার পর এবারের বন্যাই দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত ১৯৮৭ ও ৮৮ সালে যেমন বন্যা হয়েছিল তেমন বন্যা হওয়ার আশঙ্কা এখন পর্যন্ত নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি।

আরিফুজ্জামান ভুঁইয়া আরো বলেন, এ বছর মৌসুমি বায়ুর কারণে যে বৃষ্টিপাত হয় সেটা সারা দেশেই বিরাজমান। ফলে মেঘনা অববাহিকা থেকে উত্তরাঞ্চল সবখানেই বৃষ্টি হচ্ছে। সে কারণে পানি মেঘনা অববাহিকা দিয়ে দ্রুত নেমে যেতে পারছে না। সে কারণেই বন্যা দীর্ঘস্থায়ী রূপ পেয়েছে।

প্রকৃতিগতভাবেই বাংলাদেশ ভাটির দেশ। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পানির উত্পত্তিস্থল হচ্ছে ভারত, নেপাল ও চীন। এসব দেশ থেকে প্রবাহিত পানি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। উজানের দেশগুলো থেকে বয়ে আসা পানির প্রধান নির্গমন পথ হচ্ছে জিএমবি বেসিনস। অর্থাত্ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকা।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর বার্ষিক সম্মিলিত বন্যার প্রবাহ একটিই নির্গমন পথ অর্থাত্ লোয়ার মেঘনা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। এ কারণে লোয়ার মেঘনার ঢাল ও নিষ্ক্রমণ ক্ষমতা কমতে থাকে। নদীর পানির স্তরের এই উচ্চতার প্রতিকূল প্রভাব সারা দেশেই পড়ে। কারণ বন্যার পানি নিষ্ক্রমণের অবস্থা ও ক্ষমতা দুটোই এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এতে ছোট ছোট নদীর প্রবাহ কমে যায়।

প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রায় ২৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল অর্থাত্ ১৮ শতাংশ ভূখণ্ড বন্যাকবলিত হয়। ব্যাপকভাবে বন্যা হলে সারা দেশের ৫৫ শতাংশের অধিক ভূখণ্ড বন্যার প্রকোপে পড়ে। প্রতি বছর গড়ে বাংলাদেশে তিনটি প্রধান নদীপথে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আর্দ্র মৌসুমে ৮ লাখ ৪৪ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি প্রবাহিত হয়। বার্ষিক মোট প্রবাহের এটি ৯৫ শতাংশ। তুলনায় একই সময় দেশের অভ্যন্তরে ১ লাখ ৮৭ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার নদী প্রবাহ সৃষ্টি হয় বৃষ্টিজনিত কারণে।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বন্যার সঙ্গে ফসলের একটা সম্পর্ক রয়েছে। দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদের ডান দিকের প্লাবনভূমিগুলোকে রক্ষা করছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্লাবনভূমিসমূহকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার বাম প্লাবনভূমি; মধুপুর গড় দ্বারা ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে বিচ্ছিন্ন পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা ও মেঘনা নদী অববাহিকা।

মেঘনা অববাহিকা মহা-সিলেট-অবনমন দ্বারা প্রভাবিত যেখানে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম নিয়েছে। মেঘনা নদীর পানির উচ্চমাত্রা বন্যার মৌসুমে ভাটিতে পদ্মা নদীর পানির মাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্ষাকালের শুরুতেই মেঘনা নদী দ্রুত বন্যার পানিতে ভরে ওঠে এবং বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা পানিতে টইটম্বুর থাকে। সরাসরি সাগরে পানি চালান দিয়ে থাকে বলে এই অববাহিকায় পানি নিষ্ক্রমণের হার কম।

বাংলাদেশে চার রকমের বন্যা হয়। মৌসুমি বৃষ্টির কারণে, বর্ষা মৌসুমে নদীর পানি উপচে উঠে প্লাবন, উজান দেশ থেকে ঢলের পানি ও জলোচ্ছ্বাস। এখন ভাটির দেশ হবার কারণে বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পলি জমে নদীতল উঁচু হওয়া, উন্নয়ন প্রকল্প ও সড়ক-সেতু ইত্যাদির কারণে পানি নিষ্কাশন পথগুলো সংকুচিত হওয়া এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের

ব্যর্থতা।

দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য বাঁধ। এসবে বন্যা না কমে বরং বেড়েছে। এ খাতে ব্যয় হওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণের টাকা প্রতি বছরের বানের জলে ভেসে গেছে বললে খুব একটা ভুল বলা হয় না। এই বন্যার প্রকোপ কমিয়ে যদি এই পানির প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তবে তা করতে হবে উজানে।

বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী কয়েকটি বন্যার চিত্র

১৮২২ সালের বন্যায় বাকেরগঞ্জ বিভাগ ও পটুয়াখালী মহকুমা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩৯ হাজার ৯৪০ ব্যক্তি ও ১৯ হাজার গবাদিপশু মারা যায়। ১৩ কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়। বরিশাল, ভোলা ও মনপুরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১৮৭১ সালে রাজশাহী ও আরো কিছু জেলায় ব্যাপক বন্যা হয়। শস্য, গবাদি পশুসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এটি ছিল রাজশাহীতে রেকর্ডকৃত এ যাবত্কালের সবচেয়ে ভয়ংকর বন্যা।

১৮৭৬ সালে বরিশাল ও পটুয়াখালী দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেঘনা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ দশমিক ৭১ মিটার উঁচু হয়ে গলাচিপা ও বাউফলের ব্যাপক ক্ষতির হয়। ২ লাখ ১৫ হাজার মানুষের জীবনহানি হয়। বন্যার অব্যবহিত পরে কলেরাতেও মানুষের মৃত্যু হয়।

১৯১৫ সালে ময়মনসিংহে তীব্র বন্যা হয়। ১৮৫৯ সালে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে তিস্তা নদীর যে বন্যা হয়েছিল তার সঙ্গে সেই বছরের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ছিল সমান।

১৯৫৪ সালের ২ আগস্ট ঢাকা শহর পানির তলে নিমজ্জিত হয়। ১ আগস্ট সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪.২২ মিটার এবং ৩০ আগস্ট হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে গঙ্গা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪.৯১ মিটার।

১৯৫৫ সালে ঢাকা জেলার ৩০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। বুড়িগঙ্গা ১৯৫৪ সালের সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যায়।

১৯৬৬ সালে ঢাকা জেলার অন্যতম প্রলয়ংকরী বন্যাটি হয় ৮ জুন। ১৫ সেপ্টেম্বর ৫২ ঘণ্টা একনাগাড়ে বৃষ্টির ফলে ঢাকা শহর প্রায় ১২ ঘণ্টা ১.৮৩ মিটার পানির নিচে তলিয়ে ছিল।

১৯৮৭ সালে জুলাই-আগস্ট মাসে বন্যায় বড় ধরনের বিপর্যয় হয়। প্রায় ৫৭ হাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত (সারা দেশের ৪০ শতাংশ এর বেশিা)। এ ধরনের বন্যা ৩০ থেকে ৭০ বছরে একবার ঘটে। দেশের ভিতরে এবং বাইরে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতই বন্যার প্রধান কারণ ছিল। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাঞ্চল, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র একীভূত হওয়ায় নিচের অঞ্চল, খুলনা এবং মেঘালয় পাহাড়ের সংলগ্ন অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়।

১৯৮৮ সালে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বন্যায় ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসে। প্রায় ৮২ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (সারা দেশের ৬০ শতাংশ এর বেশি)। এ ধরনের বন্যা ৫০ থেকে ১০০ বছরে একবার ঘটে। বৃষ্টিপাত এবং একই সময়ে (তিন দিনের মধ্যে) দেশের তিনটি প্রধান নদীর প্রবাহ একই সময় মিলিত হওয়ার ফলে বন্যার এই প্রলয়ংকরী রূপ দেখা দেয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরও প্লাবিত হয়। সেই বন্যার স্থায়িত্বকাল ছিল ১৫ থেকে ২০ দিন।

১৯৯৮ সালের বন্যায় সারা দেশের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি এলাকা দুই মাসের অধিক সময় বন্যা কবলিত থাকে। বন্যার ব্যাপ্তি অনুযায়ী এ বন্যাকে ১৯৮৮ সালের বন্যার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

সূত্র- ইত্তেফাক

এক দশকেও তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি সরকার: মির্জা ফখরুল

দেশে বন্যার জন্য সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেছেন, তিস্তার চুক্তির কথা ফলাও এই সরকার প্রচার করলেও গত এক দশকে সে চুক্তি করতে সক্ষম হয়নি। উজানে ভারত থেকে নেমে আসা পানিতে নদী অববাহিকার মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

সোমবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা

বলেন।

তিনি বলেন, দেশের মানুষকে আশা দিয়ে এক দশকেও সরকার তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি। অথচ একের পর এক ট্রানজিট, বন্দর ব্যবহার, বিদ্যুৎ ক্রয়সহ অসংখ্য অসম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ভারত অভিন্ন নদীগুলোর সকল বাঁধ-ব্যারেজের গেট খুলে দেয়ায় উজান থেকে নেমে আসা বন্যার পানিতে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, মহানন্দ, পদ্মা, তিস্তা ও ধরলা নদীর অববাহিকায় ৩৪টি জেলা ইতোমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে।

তিনি বলেন, কয়েকটি জেলায় এক মাসের মধ্যে ২-৩বার বন্যার পানি উজান থেকে এসে বাড়ি-ঘর, ফসলের ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

‘ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদী ১৫৪টি। একমাত্র পদ্মার ফারাক্কা বাঁধ ব্যতীত কোনটারই কোনো পানি বণ্টন চুক্তি ভারতের অনীহার কারণে সম্পূর্ণ হয়নি’।

দেশের বন্যা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, একদিকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের চরম ব্যর্থতা মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলেছে, অন্যদিকে উজানে ভারত থেকে বন্যার পানি নেমে আসায় সম্পদহানি, বাড়িঘর ভেঙে যাওয়া, গবাদি পশুর মৃত্যু, ফসলহানি দেশের মানুষকে সীমাহীন কষ্ট ও অর্থনৈতিক অসহায়ত্বের মধ্যে ফেলেছে।

সূত্র- যুগান্তর